পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তা পরিচয়
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি
গোলটেবিল বৈঠক ২০১২

Zabarang Kalyan Samity
জাবারাং কল্যাণ সমিতি

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তা পরিচয়

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

গোলটেবিল বৈঠক ২০১২

সম্পাদনায়:
মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা

সম্পাদনা সহযোগি:
আঞ্জুম বহ্নি চাকমা
দয়ানন্দ ত্রিপুরা
বিনোদন ত্রিপুরা
অমল বিকাশ ত্রিপুরা

প্রকাশকাল:
নভেম্বর ২০১২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)
ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ)
শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম (শিসউক)
ককরবক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (কেআরআই)
বাংলাদেশ মণিপুরি সাহিত্য সংসদ (বিএমএসএস)
আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস)
রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আরডিএফ)
খাসি সোশ্যাল কাউন্সিল (কেএসসি)
একাডেমী ফর মণিপুরী কালচার এন্ড আর্টস (এএমসিএ)
ডিএসজি
পাসকপ

প্রকাশনায়:

Zabarang Kalyan Samity

জাবারাং কল্যাণ সমিতি
খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
ফোন: +৮৮ ০৩৭১ ৬১৭০৮
+৮৮ ০৩৭১ ৬২০০৬
ইমেইল: info@zks-bd.org
ওয়েবসাইট:www.zks-bd.org

সহযোগিতায়:

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

বাড়ী নং- ১০, রোড় নং- ১,
ব্লক-এফ, বনানী মডেল টাউন,
ঢাকা-১২১৩।
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৮৮২৪৩০৯
+৮৮ ০২ ৮৮১০১৬২
+৮৮ ০২ ৮৮১১১৬১
+৮৮ ০২ ৯৮৯৩৯১০
ইমেইল: info@manusher.org
ওয়েবসাইট:www.manusher.org

সম্পাদকীয়

জাবারাং কল্যাণ সমিতি ও ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ) নিজস্ব উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবন বিষয়ে উপস্থাপিত তথ্যউপাত্ত নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক সংলাপ করে আসছে। এই কর্মগবেষণায় বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা ও জাতিসত্তাভিত্তিক সংগঠন নানাভাবে সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ করে আসছে। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইএলও, মানুষের জন্য ও শিসউক নানাভাবে সহযোগিতা করেছে।

ইতোমধ্যে ১ আগস্ট ২০০৯ ও ২৭ এপ্রিল ২০১১ মাঠ পর্যায় থেকে উঠে আসা তথ্যউপাত্ত নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে এসব বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার, খাগড়াছড়ি আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরাসহ নীতি নির্ধারণী মহল, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, গবেষক, লেখক এবং দেশের সুধিসমাজ উপস্থিত ছিলেন। সর্বশেষ গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে আয়োজিত বৈঠকেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ছাড়াও জাতীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামাল উদ্দিন, তিন পার্বত্য জেলা ও কক্সবাজার মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক এথিন রাখাইন এমপি, ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকসমূহে উপস্থিত নীতি নির্ধারনীমহল ও সুধীজনদের প্রাণবন্ত আলোচনা পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতাগুলো কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিগত সময়গুলোতে আয়োজিত বিভিন্ন বৈঠকের সুপারিশমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ২০১১ ও ২০১২ সালের পাঠ্যপুস্তকে কিছু তথ্য সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমরা এই সংশোধনমূলক ব্যবস্থার জন্যে সদাশয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সংশোধনের এই উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও বর্তমানের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে কিছু তথ্য বিভ্রাট এখনও রয়ে গেছে। সেসব তথ্যবিভ্রাটও পর্যায়ক্রমে সংশোধন করা হবে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং জাতীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান সর্বশেষ বৈঠকে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন। এই বৈঠকে আয়োজক সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে দীপ-এর নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী আতাউর রহমান রানা মাঠ পর্যায় থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্যউপাত্ত এবং বিদ্যমান ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধনের সম্ভাব্য উপায় বিষয়ে সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে আয়োজিত বৈঠকের প্রতিবেদন ও মাঠ পর্যায় থেকে পাওয়া তথ্যউপাত্তের বিশ্লেষণগুলো নীতি নির্ধারণী ও আগ্রহী মহলের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে এই বিশেষ প্রকাশনাটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হল। আমাদের এই প্রয়াস দেশের চিন্তাশীল লেখক, বুদ্ধিজীবি, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গঠনমূলক ভূমিকাকে সুদৃঢ় করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই যৌথ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল ও মেধাবি প্রজন্ম গঠনের পথ উন্মোচিত হউক- দেশের সকল নাগরিকের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হউক- এই কামনা আমাদের।

পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তা পরিচয় : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক

গোলটেবিল বৈঠকের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রোজ বুধবার সকাল ১১:০০ টায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহাযোগিতায় দীপ ও জাবারাং কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তা পরিচয় : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক এথিন রাখাইন এমপি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামাল উদ্দিন ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। সভাপতিত্ব করেন দীপ-এর সভাপতি দেবী প্রসাদ মজুমদার, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দীপ-এর নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী আতাউর রহমান রানা, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিসউক-এর নির্বাহী পরিচালক সাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ।

প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন এমপি বলেন, বাংলা ভাষাভাষি বাঙালি জনগোষ্ঠির পাশাপাশি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মানুষের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। ২০০৪ সাল থেকে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলোর মধ্যেকার যারা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে লেখালেখি করেন এবং কাজ করেন, তাঁরা পাঠ্যপুস্তকের ত্রুটি নিয়ে লেখালেখি শুরু করছেন। যার এক পর্যায়ে ২০০৯ ও ২০১১ সালে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। এই ধরণের আলোচনার মধ্য দিয়ে সকল ভুল সংশোধন করা সম্ভব। এরই মধ্যে আমরা আপনাদের পরামর্শ অনুসারে অনেক বিষয় সংশোধন করেছি। কিন্তু তারপরও অনেক ত্রুটি থেকে যেতে পারে। আমরা সেগুলোও পর্যায়ক্রমে সংশোধন করবো। ২০১৩ সাল থেকে আমাদের পাঠ্যবইয়ে অনেক পরিবর্তন আসবে। আশা করি আপনারা মতামত দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করবেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল জাতিগোষ্ঠির প্রতি খুবই যত্নশীল।

'সুধীমহলের পরামর্শ অনুসারে ইতোমধ্যে পাঠ্যপুস্তকের অনেক ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। তারপরও কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলোও পর্যায়ক্রমে সংশোধন করা হবে।'

ডা. আফছারুল আমীন এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তাঁর ইতিবাচক মনোভাবের কারণেই আমরা প্রগতিশীল অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। আগামীতেও আপনাদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা আরও অনেক অগ্রগতি লাভ করতে পারবো বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বিশেষ অতিথি অধ্যাপক এথিন রাখাইন এমপি বলেন, বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতি রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আদিবাসীরা আছেন বলেই বাংলাদেশ এতো বৈচিত্রময়। পাঠ্য বইয়ে জাতিসত্তার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে নেতিবাচক ও অসন্মানজনকভাবে তথ্য উপস্থাপন মেনে নেওয়া যায় না। তবে আনন্দের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পাঠ্যপুস্তকের কিছু ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। আমি জননেত্রী শেখা হাসিনা ও তাঁর সরকারকে এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অনেক বৃহৎ জনগোষ্ঠির নাম পাঠ্যবইয়ে দেওয়া হয়নি, যা দেওয়া খুবই জরুরি। সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠির বিশিষ্ট ও যোগ্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে পাঠ্যবইয়ের ত্রুটিগুলো সংশোধন করার জন্য এনসিটিবিকে তিনি অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামাল উদ্দিন বলেন, আমাদের দেশে আগে কোন শিক্ষানীতি ছিল না। ২০১০ সালে আমরা একটি শিক্ষানীতি পেয়েছি। এর আলোকে ধীরে ধীরে পাঠ্যপুস্তকগুলো রচিত হচ্ছে। আমরা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ ও তৃণমূল পর্যায়ে শেয়ার করি। এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত সুপারিশমালা নিয়ে আমরা পরে পাঠ্যপুস্তক চুড়ান্ত করি।

'আগামী পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সুনির্দ্দিষ্ট কিছু পাঠ থাকছে। .....দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্যগুলোই সন্নিবেশ করা হবে।'

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামাল উদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সকল জনগোষ্ঠিকে একসাথে এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয়। তবে আগামী পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় এবারের আলোচিত পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বই আর থাকছে না। আগামী পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সুনির্দ্দিষ্ট কিছু পাঠ থাকছে। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নামের একটি বই হচ্ছে। এই বইয়ে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্যগুলোই সন্নিবেশ করা হবে। এনসিটিবি'র ওয়েবসাইটে সকল বই পোষ্ট করা থাকে এবং "চেয়ারম্যান'স কর্নার" নামের একটি বিভাগ আছে, যেখানে যে কেউ সরাসরি লিখতে পারেন। আপনাদের সকল অভিযোগ ও মতামত আমরা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবো। এনসিটিবি কর্তৃক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানেও যে কেউ তাঁদের নিজ নিজ রচনা জমা দিতে পারেন। যাচাই বাছাই করে তা ছাপানোর ব্যবস্থা করা হবে।

'আমাদের সংবিধান দেশের সকল নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েছে। তাই কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করার সুযোগ নেই।'

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

বিশেষ অতিথি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার আগে আমাদের ঠিক করতে হবে- পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা কিভাবে শিক্ষা দিতে চাই, কী শিখাতে চাই। যে চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনা যদি আমরা সমুন্নত রাখতে চাই, তাহলে দেশের সকল জাতিসত্তার প্রতি আমাদের যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। আমাদের সংবিধান দেশের সকল নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েছে। তাই কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করার সুযোগ নেই। পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির সন্মানজনক উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। আদিবাসীদের বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের অনেক বিষয় সংশোধন করা হয়েছে। আমি আশাবাদী পরবর্তীতে অন্যান্য সকল ভুল ত্রুটিও পর্যায়ক্রমে সংশোধন হবে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এর মাধ্যমে সঠিক শিক্ষা লাভ করবে।

স্বাগত বক্তব্যে জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, দীপ ও জাবারাং কল্যাণ সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবন বিষয়ে উপস্থাপিত তথ্যউপাত্ত নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক সংলাপ করে আসছে। এরই মধ্যে ১ আগস্ট ২০০৯ ও ২৭ এপ্রিল ২০১১ আমরা আমাদের মাঠ পর্যায় থেকে উঠে আসা তথ্যউপাত্ত নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছি। পাঠ্যপুস্তকে দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবন সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্য কিভাবে সন্নিবেশ হতে পারে- সেই বিষয়ে সুধী সমাজ সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। আয়োজিত এসব বৈঠকের সুপারিশমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ২০১১ ও ২০১২ সালের পাঠ্যপুস্তকে কিছু তথ্য সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমরা এই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে সদাশয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সংশোধনের এই উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও বর্তমানের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে কিছু তথ্য বিভ্রাট এখনও রয়ে গেছে। সেসব তথ্যবিভ্রাট সদাশয় কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরার জন্যই আমাদের আজকের আয়োজন। আমাদের আজকের এই গোলটেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্য হল- ১) মাঠ পর্যায় থেকে পাওয় তথ্যউপাত্ত তুলে ধরা এবং ২) বিদ্যমান ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধনের সম্ভাব্য উপায় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা। তিনি সকলকে খোলামেলাভাবে আলোচনা করার আহবান জানান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে গিয়ে দীপ-এর নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী আতাউর রহমান রানা বলেন, 'আমাদের বিগত সময়গুলোর সুপারিশমালার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি আমলে নিয়ে কিছু তথ্য সংশোধন করেছে। কিন্তু এখনও এমন অনেক তথ্য রয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট জাতিসত্তার জন্য অপমানজনক।' তিনি নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট ইত্যাদি পরিচয়ের পরিবর্তে সন্মানজনকভাবে বিভিন্ন জাতিসত্তার পরিচয় তুলে ধরার জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন, 'এখনও অনেক ছবি, পোষাক-পরিচ্ছদের বিবরণ, খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বর্ণনা, জাতিগোষ্ঠির নাম, লোকালয় সম্পর্কে বিবরণ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচারাদি ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত এখনও অপূর্নাঙ্গ, অপমানজনক ও বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কেবল এনসিটিবি'র পাঠ্যপস্তক নয়, অন্যান্য অনেক বইপত্রেও অনুরূপ তথ্যবিভ্রাট রয়েছে। আমরা এসব অসংগতিমূলক তথ্য সংশোধন করার ক্ষেত্রে মানবিকতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করার জন্য সকলের সুদৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষন করছি।'

অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন ককবরক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর সভাপতি প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা, মারমা ভাষা গবেষক ক্য শৈ প্রু খোকা, আরডিএফ-এর চেয়ারম্যান কৃষিবিদ উ সিট মং, আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, আউস-এর নির্বাহী পরিচালক ভগবত টুডু, মণিপুরী পাঙাল জনগোষ্ঠির নেতা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মজিদ চৌধুরী, খাসি মন্ত্রী ফিলা পথমি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বরুণ নাফাক, সামাজিক ব্যক্তিত্ব থাডিয়াস বিশ্বাস পাহাড়িয়া, ওঁরাও নেতা মুকুল এক্কা ওঁরাও, কোচ জনগোষ্ঠির নেতা যুগল কিশোর কোচ প্রমুখ।

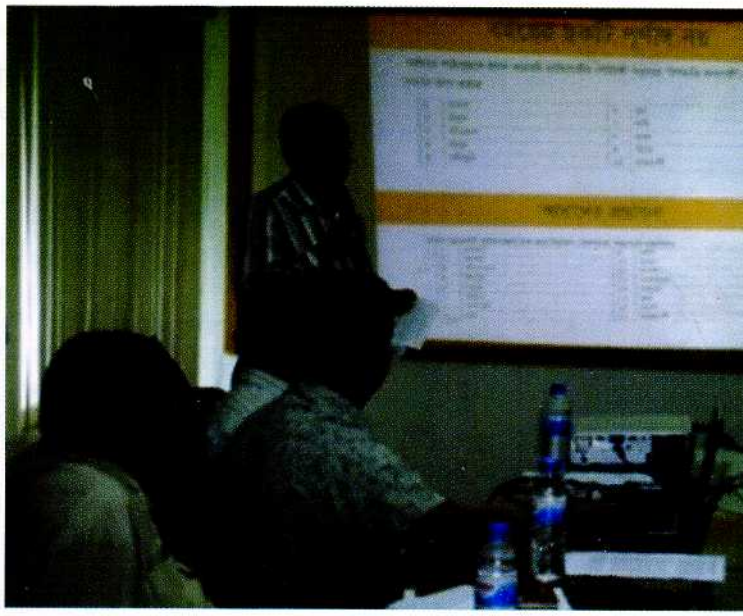

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন দীপ-এর নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী আতাউর রহমান রানা

পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তা পরিচয় : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক

গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত গবেষণাকর্মের তথ্যপত্র

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি বহুমাত্রিক সংস্কৃতিক দেশ। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈচিত্রে ভরপুর এদেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে সম্প্রীতির বন্ধনে বসবাস করে আসছে। পাহাড়, নদী এবং সমতল এই তিন ধারায় এদেশের মানুষের জীবনচক্র আবর্তিত। গৌরবের অধিকারী বাংলা ভাষাভাষি বাঙালী জাতির পাশাপাশি স্ব-স্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতির আলোয় বিকশিত অনেক জাতিসত্তা এদেশে রয়েছে, যাদের আদিবাসী, উপজাতি, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়। এসব জাতিসত্তার ঐতিহ্যিক জীবনধারা, সামাজিক রীতি নীতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের সামগ্রিক জাতীয় পরিমন্ডলে অনুপম সংযোজন। প্রাপ্ত তথ্যসূত্র এবং গবেষণায় দেখা গেছে- বাংলাদেশের প্রতিটি জাতিসত্তারই আলাদা আলাদা ভাষা, ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য, সত্তা ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সুবর্ণ অতীত রয়েছে। একটি জনগোষ্ঠীর জীবনাচরনের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অন্য জনগোষ্ঠী থেকে অনেকাংশে আলাদা। ভাষা, পোশাক পরিচ্ছদ, গড়ন, গঠন, বসতি গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি, সামাজিক রীতি নীতি, আবেগ-অনুভূতি, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ, উৎসবের আঙ্গিক পৃথক পৃথক জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। আমাদের দেশে ছোটবড় ৩৯টি জাতিসত্তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। কারো কারো মতে ৪০টিরও অধিক। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের হিসাব অনুযায়ী এ সংখ্যা ৪৫টি এবং আদিবাসী বিষয়ক সংসদদের ককাসের দাবি অনুসারে ৭২টি। তাদের জনসংখ্যা আনুমানিক ২৫ লাখ। মূলতঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি অঞ্চল, সিলেট মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কক্সবাজার, বরগুনা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, নওগা,চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, বগুড়া, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, শেরপুর, জামালপুর, গাজীপুর, রাজবাড়ি, কুমিল্লা, চাঁদপুর অঞ্চলে তারা তাদের স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রেখে বসবাস করছে। স্বাভাবিক ও সাধারণ সামাজিক জীবন চলায় অভ্যস্ত হলেও এসব জনগোষ্ঠী নিজেদের পৃথক সত্তা ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। এই জাতিসত্তার সম্মিলন নান্দনিক বর্ণাঢ্য জীবনধারা এবং বর্ণিল সংস্কৃতি আমাদের অহংকার। জাতিগত ঐক্যের প্রতীক।

প্রসঙ্গ ১

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিটি জনগোষ্ঠিরই ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগীত, নৃত্য কলা, লোকগাথা, সামাজিক রীতি, রীতি, জন্ম-মৃত্যু বিয়ে, ধর্মীয় অনুভূতি, বিশ্বাস, উৎসব আনন্দ, চাষাবাদের পদ্ধতি, ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি, বসবাসের বৈশিষ্ট্য শুধু সমতলবাসীর সঙ্গেই আলাদা নয়- ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। যত ছোট জাতিসত্তাই হোক না কেন, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীরই সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। রয়েছে উন্নত সংস্কৃতি।

অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যে করা গেছে- এইসব জাতিসত্তা সম্পর্কে আমরা কখনো কখনো অসাবধানতা বশতঃ কিংবা তথ্য না জানার কারণে নানা লেখায় ভুল বা বিকৃত ও অসংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করে আসছি। বিশেষ করে ভুল তথ্যে ভুল শিক্ষায় অনুশীলিত করে তুলছি গোটা দেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে। প্রকাশনায় তথ্য বিভ্রাটের কারণে জাতিসত্তাগুলোর সমাজে দুঃখবোধ রয়েছে। তাদের লোকালয়ে বিভিন্ন সময় কাজ করতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে বলেই প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা।

প্রসঙ্গ ২

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে পর্যবেক্ষনে লক্ষ্য করা গেছে, বিভিন্ন প্রকাশনাতেই শুধু নয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকেও জাতিসত্তাগুলোর জীবনধারা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে কোথাও কোথাও বড় ধরনের ভুল তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে। এই ভুল তথ্য সম্বলিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে সারাদেশে শিক্ষা কারিকুলামে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তাগুলোকে কখনো উপজাতি, কখনো নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি কিংবা আদিবাসী অভিধায় পরিচয় করা হয়ে আসছে। মাঠ পর্যায়ে দেখা গেছে তথ্য প্রদানকারীগণ নিজেদেরকে উপজাতি পরিচয় দিতে যেমন অনিহা প্রকাশ করেন ও অসম্মান বোধ করেন, তেমনি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি কম পরিচিত অভিধা বিধায় তারা নিজেদের নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি পরিচয় দিতেও স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না। এসব জনগোষ্ঠি নিজেদেরকে 'আদিবাসী' হিসেবে

পরিচয় দিতে এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেতে সরকারের কাছে আশা করেন। এই আবেদন এবং অধিকারের দাবীটি তাদের আবেগের দাবী।

তথ্য প্রসঙ্গ

ক. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ্য 'পরিবেশ ও পরিচিতি' সমাজ পুস্তকের উপজাতিদের জীবন ধারা' শিরোনামে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছে। এসব বিষয়ে অনেক ভুল তথ্য এবং তথ্যচিত্র ছিল। দীপ, শিসউক ও জাবারাং পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিদের সাথে সংলাপ, তথ্য সংগ্রহ এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের সংগঠনগুলোর পর্যালোচনাধর্মী মতামতের ভিত্তিতে উল্লেখিত পাঠ্যবইসমুহে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনুচ্ছেদের যে সমস্ত অংশে ভুল তথ্য, অসংগতিপূর্ণ বিষয় রয়েছে, তা পরিবর্তন করে সঠিক তথ্য সন্নিবেশনের জন্য বিগত ২০১১ সালে একটি গোল টেবিল বৈঠকের মাধ্যমে পরামর্শ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বর্তমান সরকারের সময়ে ২০১১, ২০১২ সালে সর্বশেষ প্রকাশিত উল্লেখিত পাঠ্যবইগুলোর কোন কোন অংশে সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনের জন্য উত্থাপিত গবেষনাপত্র অনুযায়ী কোন কোন অংশ শুদ্ধভাবে সংশোধন করায় বর্তমান সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খ. চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকের ৮৩ নং পৃষ্ঠার 'আদিবাসীদের জীবনধারা' শীর্ষক বার নং অধ্যায়-এ ছাপা ছকে দেশের 'প্রধান কয়েকটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাম' উল্লেখ করতে গিয়ে সুপরিচিতি জনজাতি 'ত্রিপুরা' এবং 'রাখাইন' জনগোষ্ঠির নাম যেমন পাঠ্যসূচীতে উল্লেখ করা হয়নি, পাশাপাশি ম্রো জনগোষ্ঠির নাম ভুল ছাপা হয়েছে। উল্লেখ্য মুরং নামে কোন নৃ-গোষ্ঠি বাংলাদেশে নেই। ব্রিটিশ শাসনামলে ভুল উচ্চারনেই মুরং শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে আলোচিত জনগোষ্ঠির নাম ম্রো। ম্রো অর্থ নগরবাসী কিংবা মানুষ।

ত্রিপুরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম জাতিসত্তা। ত্রিপুরাদের রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, নিজস্ব ভাষা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। এই ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে পৃথক পরিচিতিমূলক উপঅধ্যায় সন্নিবেশ করার জন্যে মাঠ পর্যায় থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি রাখাইন জনগোষ্ঠিকে মারমা জাতিসত্তার বর্ণনা থেকে আলাদা করে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। দেশের প্রধান কয়েকটি জাতিসত্তার নামের তালিকায় 'ত্রিপুরা' ও 'রাখাইন' জনগোষ্ঠির নামটি বাদ দেওয়া হয়েছে বলে এসব জনগোষ্ঠির শিশু শিক্ষাঙ্গণে নিজেদের পরিচয় নিয়ে ক্রমাগত বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়তে হয় বলে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে প্রধান কয়েকটি 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাম'* যেভাবে ছাপা রয়েছে-

১	চাকমা	৬	মুরং
২	মারমা	৭	খাসি
৩	সাঁওতাল	৮	হাজং
৪	গারো	৯	ওঁরাও
৫	মণিপুরি	১০	রাজবংশী

প্রধান কয়েকটি আদিবাসী জনগোষ্ঠির নাম হবে নিম্নরূপ (জনসংখ্যা অনুপাতে প্রস্তাবিত)

১	চাকমা	৯	খাসি
২	মারমা	১০	হাজং
৩	সাঁওতাল	১১	রাখাইন
৪	ত্রিপুরা	১২	পাহাড়িয়া
৫	গারো	১৩	মাহ্‌লে
৬	ওঁরাও	১৪	মুন্ডা
৭	মণিপুরি	১৫	মালো
৮	ম্রো	১৬	রাজবংশী

প্রসঙ্গ: চাকমা

গ. চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকে চাকমা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পাঠ্য বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল "রাঙ্গামাটি জেলা এবং খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে অধিকাংশ চাকমাদের বাস। চাকমাদের আদিনিবাস মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলে"। বর্ণিত তথ্য সঠিক নয়।

---

* পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে ব্যবহৃত শব্দমালা হুবহু ব্যবহার করা হয়েছে

২০১১ খৃঃ পর্যন্ত পাঠ্যবইয়ে চাকমাদের পরিচিতি এভাবে তুলে ধরা হয়েছিল

২০১১ সালের গোলটেবিলে আমরা এই উদাহরণ উপস্থাপন করেছিলাম

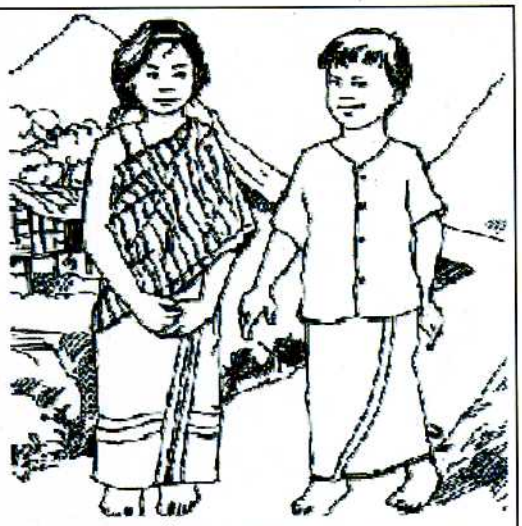

২০১২ সালের পাঠ্যবইয়ে এভাবে সংশোধন করা হয়েছে

প্রকৃত তথ্য হলো রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে চাকমাদের বসতি রয়েছে। চাকমাদের আদিনিবাস হিমালয়ের পাদদেশে চম্পক নগর বলে ইতিহাসে বর্ণিত। চাকমাদের পরিচয় এবং পোষাকের বর্ণনায় ও চিত্রে চাকমা পরিচয়ে ভুল তথ্যচিত্র ছিল। সর্বশেষ ২০১২ সালের প্রকাশনায় চাকমা জনগোষ্ঠির পরিচয় বহুলাংশে শুদ্ধ করে ছাপা হয়েছে। এখনও কোন বিষয়ে তথ্যগত ভুল রয়েছে। সংশোধনের ইতিবাচক উদ্যোগের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৪র্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকের ৮৫ পৃষ্ঠায় 'চাকমাদের সামজিক ও ধর্মীয় উৎসব' উপ-শিরোনামে বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে 'মাঘী পূর্ণিমা' পালন করার সময় কঠিন চীবর দান উৎসব পালন করে। এই তথ্য একেবারে ভুল। প্রকৃত তথ্য হলো: প্রবারণা পূর্ণিমার এক মাসের মধ্যে কঠিন চীবর দান উৎসব পালিত হয়। এই অংশটি সংশোধন করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রসঙ্গ: মারমা

ঘ. ৪র্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠায় মারমা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণনায় লেখা হয়েছে- "বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলায় অধিকাংশ মারমা বাস করে। এছাড়া কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় মারমাদের বাস। এসব এলাকার যারা বাস করেন তারা রাখাইন নামে পরিচিত। এ তথ্য সঠিক নয়। মাঠ পর্যায়ে দেখা গেছে এই বিষয়টি বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন

'এছাড়া কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় মারমাদের বাস। এসব এলাকার যারা বাস করেন তারা রাখাইন নামে পরিচিত।'- অংশটি বাদ দেয়া যুক্তি সংগত।

'রাখাইন' হলো একটি পৃথক জনজাতি। মারমা সম্পর্কিত বর্ণনায় রাখাইনদের তথ্য যোগ করে রাখাইনদের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। ছাপা একটি প্রশ্ন একেবারে ভুল। প্রশ্নটি সকল ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ করে রাখাইন শিক্ষার্থীদের কাছে মারাত্মক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

৯৩ নং পৃষ্ঠার অনুশীলণীতে ৪.৩ প্রশ্নে জিজ্ঞেস করা হয়েছে 'কারা রাখাইন নামে পরিচিত?'-
ক) মারমা খ) চাকমা গ) সাঁওতাল ঘ) গারো।

যেখানে রাখাইন একটি পৃথক জনগোষ্ঠি সেখানে এমন প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর বলে প্রশ্নটি বাদ দেয়া যুক্তিসংগত বলে আমরা মনে করি।

বাসস্থান উপ-শিরোনামে 'মারমারা শক্ত খুটির উপর বাঁশ দিয়ে মাচাঘর বানিয়ে বসবাস করে থাকে।' ছাপা যুক্তি সংগত হবে। যেহেতু মারমারা পৃথক জনজাতি তাদের জীবন ধারা সম্পর্কিত বর্ণনায় চাকমাদের মতো মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এমন বর্ণনা প্রাসঙ্গিক নয়।

প্রসঙ্গ : সাঁওতাল

ঙ) চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকে সাঁওতাল

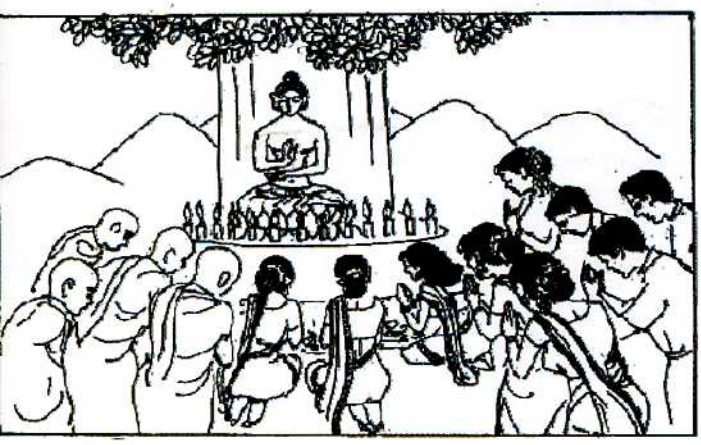

বৈশাখী পূর্ণিমা শিরোনামের এই ছবিটিতে চাকমা পোষাকের কোন ছাপ নেই

জীবনধারা সম্পর্কিত তথ্যে যা বিবৃত হয়েছে এই বর্ণনায় অনেক ভুল এবং অসংগতিপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রকাশনায়ও এসব ভুল বিষয়গুলো রয়ে গেছে।

চ) বইয়ে উল্লেখিত বাসস্থান ও পোশাক উপ-শিরোনামে লিখা হয়েছে এদের ঘরগুলো ছোট এবং মাটির তৈরী। ঘরে সাধারণত কোন জানালা থাকে না। প্রকৃত অর্থে তাদের ঘরে জানালা থাকে। ভিন্ন আঙ্গিকে, শৈল্পিক কারুকাজে ঘরগুলো সাজানো থাকে।

লেখা হয়েছে "সাঁওতাল নারীরা ফতা নামের দুই খন্ডে কাপড় পরেন"। প্রকৃত পক্ষে "সাঁওতাল নারীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেন, এই পোশাকের উপরের অংশের নাম পাঞ্চি ও নীচের অংশের নাম পারহাড।"

সাঁওতালদের খাদ্যাভাস সম্পর্কে দেওয়া তথ্যও সঠিক নয়। সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ মাংস সবজি ওরা খেয়ে থাকে। শুকর, কাকড়া, খরগোসের মাংস সাঁওতালদের প্রিয় খাবার উল্লেখ করে কোমলমতি শিশুদের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হয়েছে। এ তথ্য শিক্ষনীয় কোন তথ্য নয়। শিশু পাঠ্য বইয়ে এমন প্রসঙ্গের অবতারণা অযাচিত, অপ্রাসঙ্গিক। যারা শুকরের মাংস খান না, এমন জনগোষ্ঠির সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। শিশু বয়স থেকেই মানসিক দূরত্বও সৃষ্টি হতে পারে। সে কারণে এমন অপ্রাসঙ্গিক তথ্য শিশু পাঠ্যবইয়ে প্রকাশ না করা উত্তম বলে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য গত ২০০৯ সাল পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ে সাঁওতাল প্রসঙ্গে রচনায় খাদ্যভ্যাস সম্পর্কিত বর্ণনায় সন্নিবেশিত ছিল তারা 'শুয়োর'এর মাংস খায়। সর্বশেষ প্রকাশনায় উলেস্নখ করা হয়েছে তারা শুকর খায়। এই পরিবর্তন বা সংশোধন আদৌ যথেষ্ট কি না (?) এই প্রসঙ্গটি সংশোধনের প্রস্তাব দেয়া হলো।

চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পাঠ্যপুস্তকে 'সাঁওতালদের পেশা' সম্পর্কিত উপ-শিরোনামে বর্ণনায় জঙ্গল কমে যাওয়ায় তাদের এই পেশায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে অনেক সাঁওতাল নারী পুরুষ কুলি, মজুর, মাটি কাটার শ্রমিক ও অন্যান্য কাজ করে।

বর্ণনায় একটি জনগোষ্ঠিকে ছোট করে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখিত অংশটি ছাপা যুক্তিসঙ্গত নয় বলে বাদ দেওয়ার জন্য অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।

পাঠ্যবইয়ে ছাপানো সাঁওতাল নৃত্যের ছবি

আমাদের প্রস্তাবিত সাঁওতাল নৃত্যের ছবি

ছ) চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকে সাঁওতাল রমনীদের নৃত্য বিষয়ক চিত্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি নয়।

৫ম শ্রেণীতে পাঠ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক 'পরিবেশ পরিচিতি সমাজ' পুস্তকটিতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন জাতি শিরোনামে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছিল। অনেক ভুল তথ্য ছিল, ২০১২ সালের সর্বশেষ প্রকাশনায় অনেক তথ্য সংশোধন করা হয়েছে। এজন্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ষোল অধ্যায় 'বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' বিষয়ে গারো, খাসি, মণিপুরি সম্পর্কে পরিচিতিমূলক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক ২০১১-২০১২ সালে প্রকাশিত পুস্তকে কিছু সংশোধন লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গ: গারো

ক) ৫ম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকে গারো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণিত তথ্যাদির বেশীর ভাগ অংশে ভুল

তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। গারো পরিচিতিমূলক বর্ণনায় সর্বশেষ প্রকাশনায় ১৩৮ পৃষ্ঠায় 'গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাংস। খরগোসের মাংস তাদের অত্যন্ত প্রিয় খাবার। বিভিন্ন উৎসবে বা অনুষ্ঠানে গারোরা নিজেদের তৈরী এক ধরণের পাণীয় পান করে' ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, 'এছাড়া গারোরা পশুপাখি শিকার করে। বন থেকে কাঠ কেটে স্থানীয় হাট বাজারে বিক্রি করে।' পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে 'নাক চ্যাপ্টা ও বোঁচা' বিবরণটি এখনও রয়েছে। পাঠ্য পুস্তকে প্রকাশিত এমন তথ্য গারো শিশুদের অন্যদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে। এসব তথ্য বাদ দেয়া কিংবা সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৩৯ নং পৃষ্ঠায় "গারো মেয়েরা ব্লাউজ ও লুঙ্গি জাতীয় পোশাক পরে"- এমন তথ্য দেওয়া হয়েছে। তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। তাদের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব পোশাক রয়েছে, যা তাদের পরিচয় বহন করে। মূলতঃ গারো মেয়েরা যে পোশাক পরিধান করে থাকেন, তার নাম আনফেং (বক্ষবন্ধনী), নিচের অংশে দকবান্দা কিংবা দকশাড়ি। গারোদের পোশাকের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করা যুক্তিযুক্ত বলে অভিমত দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া ২০০৯ সাল পর্যন্ত পূর্বে বইয়ে প্রকাশিত গারো নারীর যে চিত্র সন্নিবেশিত ছিল এমন ধরণের নারী চিত্রের মত মাথায় কাপড়ের অংশ বেঁধে আদরের বাচ্চাকে নিয়ে কোন জনগোষ্ঠির কেউই চলাচল করেন না। তারা আদরের সন্তানটিকে বিশেষ কায়দায় পিঠে কিংবা কোলে বেঁধে কাজ করে থাকেন। ২০১২ সালে প্রকাশিত পাঠ্য বই থেকে ভুল চিত্রটি বাদ দেওয়া হয়েছে। ভুল চিত্রটি বাদ দেয়ার কারণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গারো জনগোষ্ঠির যারা পাহাড়ে বসবাস করেন তারা নিজেদের 'আচিক' বলে থাকেন, 'আচ্ছিক' নয়। তাছাড়া গারোদের 'নাক চ্যাপ্টা ও বোঁচা' উল্লেখ করে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই বর্ণনা মোটেই সন্মানজনক নয়। 'গারোদের নাক চ্যাপ্টা, বোঁচা' এমন তথ্য না লিখে অন্য কোন সন্মানজনক পরিচয় তুলে ধরা যেতে যেতে পারে।

গারো সম্পর্কিত ১৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বর্ণনায় 'আপনজনের মৃত্যুতেও তারা শোকের নাচ-গান করে' লেখা হয়েছে। এমন তথ্য প্রকাশ সঠিক নয়। এদিন তারা বিলাপ করে

২০০৯ সাল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে এই চিত্রটি ছিল, সুধীমহলের আপত্তির প্রেক্ষিতে এই চিত্রটি বর্তমান পাঠপুস্তক হতে বাদ দেওয়া হয়েছে

শোক প্রকাশ করেন। কোন নাচ গান করেন না। পাঠ্যপুস্তকে গারো জাতিসত্তা সম্পর্কিত বর্ণনা আরো নির্ভুল ও সুলিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গ: খাসি

খ) ৫ম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকে খাসি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতেও অনেক ভুল তথ্য রয়েছে। মূলত: খাসিরা অরণ্যের ছায়ায় বনভূমিতে লোকালয় থেকে দূরে গ্রাম করে বসবাস করে। খাসি পুঞ্জিতে তারা এক জাতীয় লতানো পান চাষ করে।

গ) ৫ম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকের ১৪০ পৃষ্ঠায় (চিত্র ৪৭) খাসি মহিলা ও পুরুষের পরিচিতিমূলক যে ছবি ছাপানো হয়েছে, আসলে তা খাসিদের নয়, এটি একটি কাল্পনিক ছবি। 'খাসি মেয়েরা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে' এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। খাসি মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোষাকের নাম ডেকিয়াং (ওপরের অংশ), ডেহিম (নীচের অংশ), পুরুষরা ধূতি ও শার্ট পরে থাকেন। বর্তমানে তারা আধুনিক পোষাকও পরিধান করেন।

বইয়ে ব্যবহৃত চিত্র

আমাদের প্রস্তাবিত চিত্র

প্রসঙ্গ: মণিপুরী

ঘ) ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকের ১৪৩-১৪৫ পৃষ্ঠায় মণিপুরী জনগোষ্ঠি সম্পর্কে পরিচিতিমূলক তথ্য, প্রকাশ করা হয়েছে। বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছিল- "মণিপুরীদের নিজস্ব কোন ধর্ম নেই। অধিকাংশ হিন্দুদের বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। .....অল্প কিছু মণিপুরী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী"। পাঠ্যপুস্তকে ছাপা এমন বর্ণনা অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং বিকৃত। মণিপুরী সম্প্রদায়ের জন্য খুবই কষ্টের ব্যাপার। গত ২০১১ ও ২০১২ সালের সর্বশেষ প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে 'মণিপুরীদের নিজস্ব কোন ধর্ম নেই' এই লাইনটি বাদ দেওয়া হয়েছে। মণিপুরী জনগোষ্ঠী এজন্য সরকার ও মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

ঙ) মণিপুরীদের নিজস্ব ভাষা আছে। এই ভাষাকে মণিপুরী ভাষা বলা হয়। মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়াদের ভাষার নাম বৈষ্ণবঠার।

চ) মণিপুরীদের নিজস্ব ধর্ম আছে। মৈ তৈ মণিপুরীদের আদি ধর্মের নাম 'আপোকপা'। মৈতৈরা আপোকপা ধর্মে বিশ্বাসী। বর্তমানে সনাতন ধর্মের অনুসারী। মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়ারা সনাতন ধর্মের বৈষ্ণবপন্থী। মণিপুরীদের একটি অংশ মৈতৈ পাঙাল নামে পরিচিত। মৈতৈ পাঙালরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।

মণিপুরী মেয়েদের পোশাক সম্পর্কিত বর্ণনায় ভুল ছিল। ২০১২ সালে প্রকাশিত পাঠ্য বইয়ে মণিপুরী মেয়েদের পোশাক সম্পর্কিত বর্ণনা সংশোধন করায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের মানচিত্রে (বর্তমান পাঠ্যবই অনুসারে 'বাংলাদেশ আদিবাসীদের আবাসভুমি') চিহ্নিত করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কাল্পনিকভাবে কুকি ও পামে জাতিসত্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই নামের কোন জনগোষ্ঠির অস্তিত্ব এদেশে নেই। খাসিয়া, মগ, টিপরা, মুরং নামগুলোও বিকৃত। প্রকৃত অর্থে এসব জনগোষ্ঠির নাম হবে- খাসি, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো। পাশাপাশি সাঁওতালদের হরিণ শিকার করে নিয়ে যাওয়ার চিত্রটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হলো।

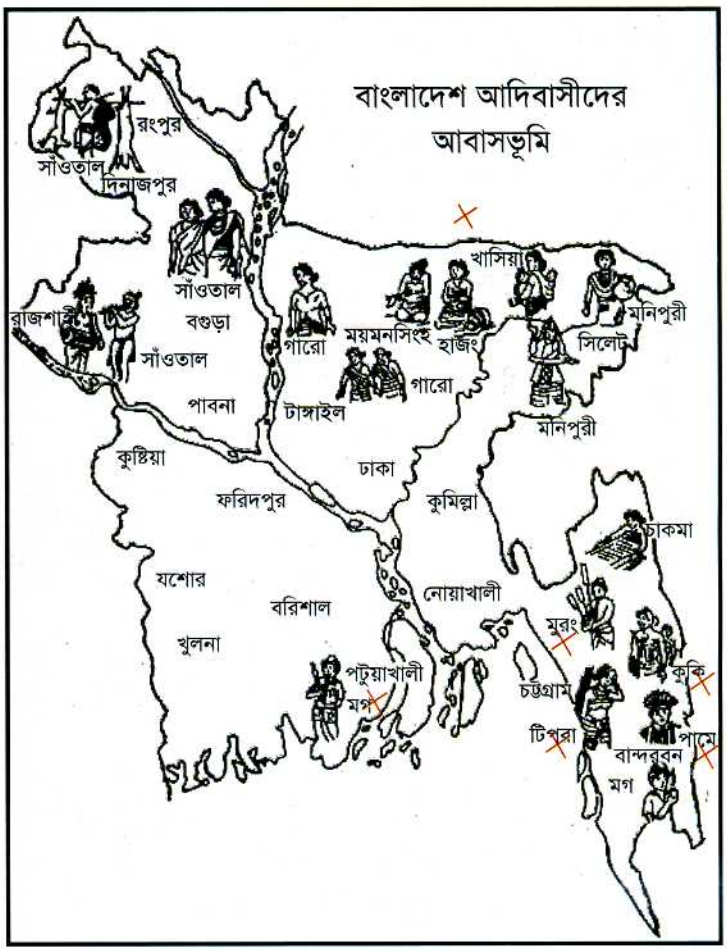

সুপারিশমালা

- দেশের সকল নাগরিকের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সকল জাতিসত্তার উপর সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বইগুলোর অধ্যায় রচনার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জাতিসত্তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন এমন লেখক, গবেষকদের লেখক প্যানেলে অন্তর্ভূক্ত করা।
- পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক আদিবাসীদের বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে আরো বেশী যত্নবান হওয়া এবং জাতিসত্তার জীবন ধারা সম্পর্কিত অধ্যায় রচনাগুলো সম্পাদনার ক্ষেত্রে গভীরভাবে মনোযোগ দেওয়া।
- সংশ্লিষ্ট অধ্যায় রচনার পর চূড়ান্ত করার আগে ফিল্ড টেস্ট করে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠির সাথে পরামর্শ সভা করে ব্যবহৃত তথ্যউপাত্তের যথার্থতা যাচাই করা।

---

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ বুধবার ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত 'পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তা পরিচয় : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক জাতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আয়োজক সংস্থাগুলোর পক্ষে জাতিসত্তা বিষয়ক গবেষক, বিশ্লেষক ও দীপ-এর নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী আতাউর রহমান রানা উপস্থাপিত জাবারাং, দীপ ও শিসউক কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাকর্মের তথ্যপত্র। তথ্যপত্রটি জাবারাং গবেষণা টীম কর্তৃক প্রয়োজন চিত্র সংযোজন ও হালনাগাদ করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ২০১২ সালে আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকের কিছু পেপার ক্লিপ

ভোরের কাগজ

গোলটেবিলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী

শিশুর মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে

The Daily Star
DHAKA THURSDAY SEPTEMBER 20, 2012 3

Primary textbooks contain misinformation on Adivasi

Roundtable told

STAFF CORRESPONDENT

যুগান্তর বৃহস্পতিবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকে ভুল তথ্য ঠিক করা হয়েছে

—প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী

ডেইলি স্টার
বৃহস্পতিবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২

chtnews24.com
পার্বত্য জনপদের প্রতিচ্ছবি

দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আদিবাসীরা আছেন বলেই বাংলাদেশ এ বৈচিত্রময়- গোলটেবিল বৈঠক বক্তরা

পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী বিষয়ে সঠিক তথ্য অন্তর্ভুক্তির আহ্বান

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ২০১১ সালে আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকের কিছু পেপার ক্লিপ

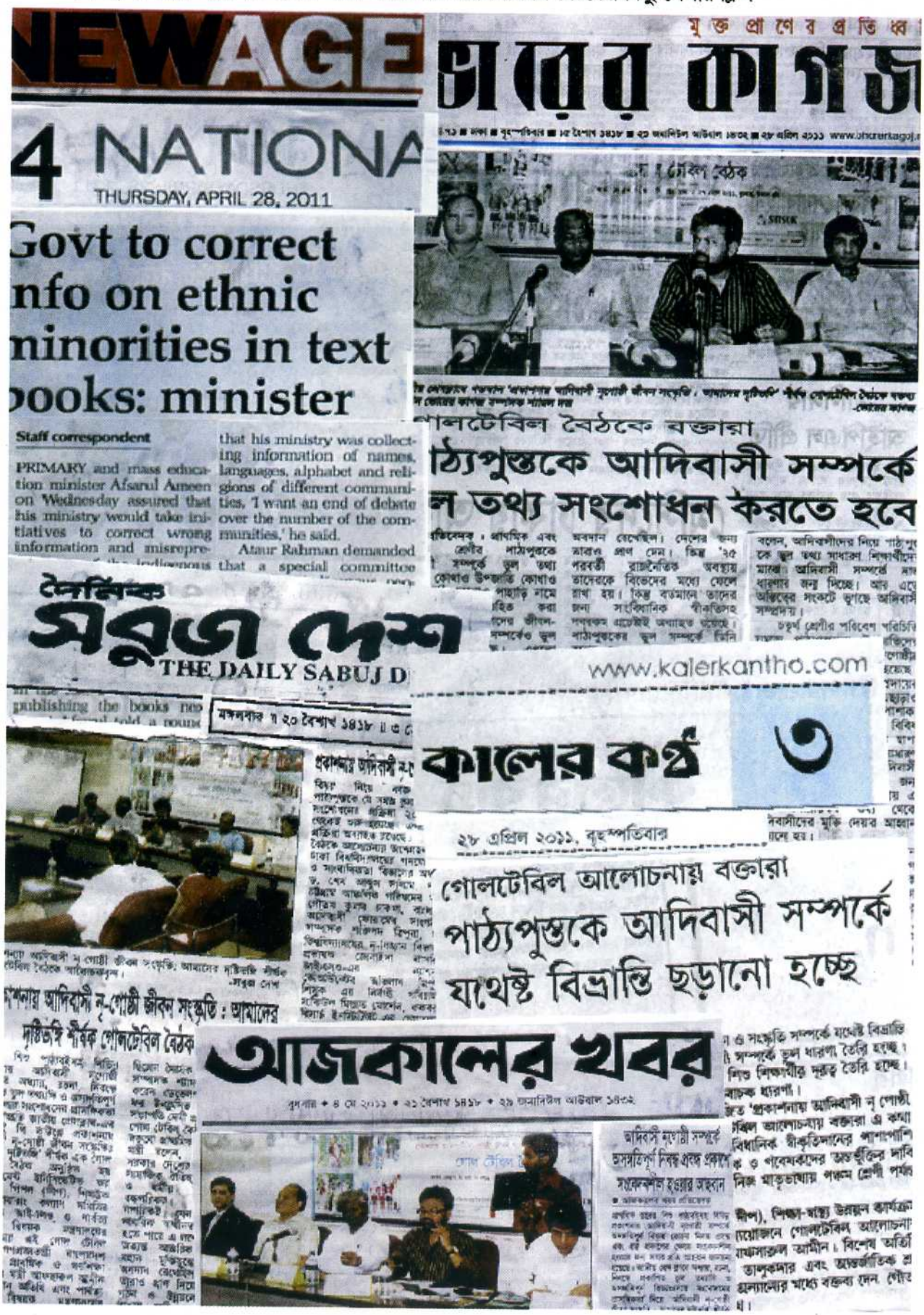

NEWAGE

4 NATIONA

THURSDAY, APRIL 28, 2011

Govt to correct info on ethnic minorities in text books: minister

Staff correspondent

PRIMARY and mass education minister Afsarul Ameen on Wednesday assured that his ministry would take initiatives to correct wrong information and misrepre-

that his ministry was collecting information of names, languages, alphabet and religions of different communities. 'I want an end of debate over the number of the communities,' he said.

Ataur Rahman demanded that a special committee

সমকাল

THE DAILY SABUJ D

www.kalerkantho.com

কালের কণ্ঠ

৩

২৮ এপ্রিল ২০১১, বৃহস্পতিবার

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা

পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে

আজকালের খবর

বুধবার • ৪ মে ২০১১ • ২১ বৈশাখ ১৪১৮ • ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩২

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ২০০৯ সালে আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকের কিছু পেপার ক্লিপ

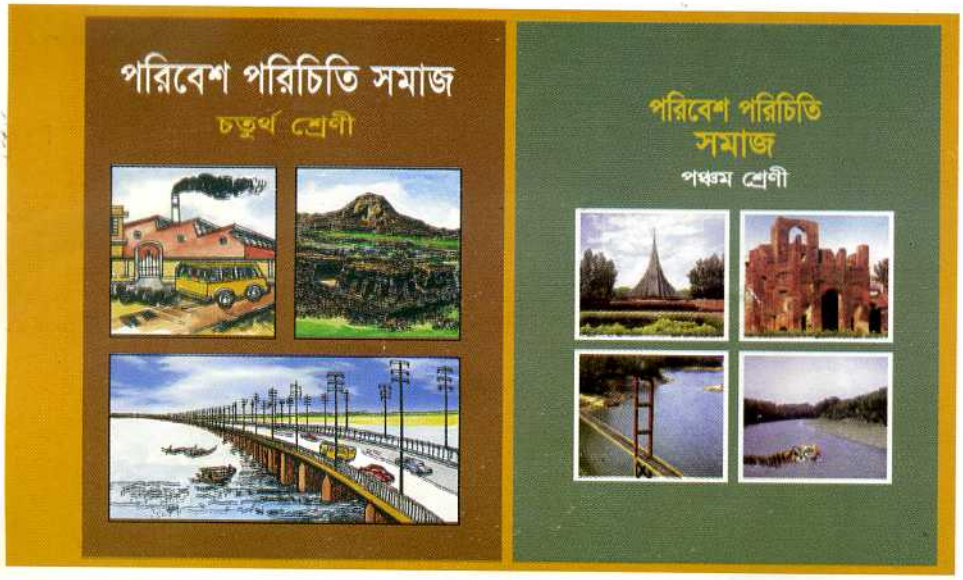
পরিবেশ পরিচিতি সমাজ
চতুর্থ শ্রেণী
পরিবেশ পরিচিতি
সমাজ
পঞ্চম শ্রেণী

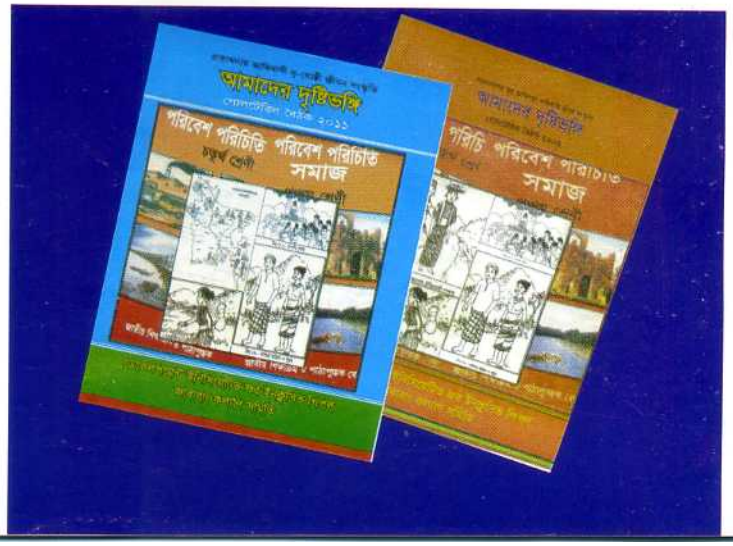
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি
পরিবেশ পরিচিতি
সমাজ
চতুর্থ শ্রেণী